মহেশপুরে কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও অভিভাবক সমাবেশ

“বিআরডিবি’র অঙ্গীকার, উন্নত সমৃদ্ধ পল্লী গড়ার” স্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহের মহেশপুরে কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) মহেশপুরের উদ্যোগে খালিশপুর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠান হয়। দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের অংশ হিসেবে এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাদিজা আক্তারের সভাপতিত্ব ও উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা বাহাউল ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ১নং এস বি কে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আরিফান হাসান চৌধুরী,খালিশপুর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মোজাম্মেল হক সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, কিশোরীদের শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও সমাজ সচেতনতায় এ ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা কিশোরীদের আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান।

পরিশেষে উপস্থিত কিশোরীদের বিনামূল্য প্রশিক্ষণ সামগ্রী স্যানেটারী নাপকিন, খাতা, কলম ও স্কুল ব্যাগ বিতরণের পাশাপাশি সকল কিশোরী, অভিভাবক, শিক্ষকমন্ডলী, উপস্থিত অতিথি সহ বাল্য বিবাহকে না বলুন শপথ নিয়ে প্লাকাড প্রদর্শন করা হয়।

ঝিনাইদহে এডাব’র ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন

ঝিনাইদহে এডাব’র ৩ দিনব্যাপী আইসিটি ও ডিজিটাল কমিউনিকেশনের উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার (২০ আগস্ট) এইড ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঝিনাইদহে এসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিজ ইন বাংলাদেশ-এডাব ঝিনাইদহ জেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত “ আইসিটি ও ডিজিটাল কমিউনিকেশন এর উপর ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণে উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ নুর নবী।

৩দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করবেন পলাশ সাহা, যোগাযোগ কর্মকতা, এডাব ও সদস্য, এডাব রির্সোস প্রল। প্রশিক্ষনের উদ্বোধনী পর্বে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এডাব ঝিনাইদহ জেলা শাখার সদস্য সচিব ও প্রভা সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক মোঃ এনামুল কবীর বাবুল।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি এনজিওদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে দক্ষিণ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওসমূহের প্রচুর অবদান রয়েছে। বর্তমান সময়ে তথ্য হলো একটি শক্তি, আর একটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই তথ্যের আদান-প্রদান ঘটে। সুতরাং আইসিটি ও ডিজিটাল কমিউনিকেশন -এর মত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন খুবই সময় উপযোগী। এনজিওসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন, সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সহায়তা করা এবং সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে এডাব-এর কর্মসূচিকে তিনি সাধুবাদ জানান। প্রশিক্ষন লব্দ এই জ্ঞান ঝিনাইদহের উন্নয়ন কাজে বিশেষ অবদান রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সময় উপযোগী এ ধরনের একটি প্রশিক্ষণ ঝিনাইদহে আয়োজন করার জন্য তিনি এডাব কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন এডাব ঝিনাইদহ জেলা

কমিটির সভাপতি ও এসডাব-এর নির্বাহী পরিচালক মিজানুর রহমান। এডাব খুলনা বিভাগের সমন্বয়কারী মো: রেজাউল করিম প্রশিক্ষণের সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন। খুলনা বিভাগের যশোর, মাগুরা, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা জেলার এডাব এর সদস্য সংস্থা থেকে ২৬ টি এন.জি.ও’র প্রতিনিধিগণ এই প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহন করেন।

মেহেরপুরে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

মেহেরপুরে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১২ দিনব্যাপী বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার (১৭ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সভাকক্ষে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক আশাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. তরিকুল ইসলাম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সমাজের মূলধারার বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীকে কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা বর্তমান সরকারের অন্যতম উদ্যোগ। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হিজড়া জনগোষ্ঠী পেশাগত দক্ষতা অর্জন করে সমাজে মর্যাদার সাথে এগিয়ে যেতে পারবে।

এসময় সমাজসেবা অফিসার (রেজিঃ) কাজী মো. আবুল মনসুর, সরকারি শিশু পরিবারের (বালক) তত্ত্বাবধায়ক মো. তৌফিকুল রহমান, সমাজসেবা শহর কার্যালয়ের কর্মকর্তা মো. সোহেল মাহমুদসহ সমাজসেবা বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয় আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ চলবে আগামী ১২ দিনব্যাপী।

মেহেরপুরে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠান

মেহেরপুরে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৫ দিনব্যাপী টেক কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে রবিবার (১৭ আগস্ট) দুপুর ২টার দিকে সমাজসেবা কার্যালয়ের সভাকক্ষে এ সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আশাদুল ইসলাম।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। তাই সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকেও আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জনে এগিয়ে আসতে হবে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা কর্মসংস্থানের নতুন পথ খুঁজে পাবে। ফ্রিল্যান্সিং এবং কম্পিউটার দক্ষতা এখন যে কোনো ক্যারিয়ারের জন্য অপরিহার্য। আমরা আশা করি, এই প্রশিক্ষণ তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। সমাজসেবা অধিদপ্তর সব সময় পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে থাকবে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অফিসার (রেজিঃ) কাজী মো. আবুল মনসুর, প্রশাসনিক যুক্ত জুনিয়র হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মো. এ. কে. ছায়েদুজ্জামান, সমাজসেবা শহর কার্যালয়ের কর্মকর্তা মো. সোহেল মাহমুদ, প্রশিক্ষক এস. এম. রাসেল প্রমুখ।

শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট ও অনুদানের টাকা বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর

জীবনমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ

কর্মসূচির উদ্বোধন

মেহেরপুরে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৫ দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (২৮ জুলাই) সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আশাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোসা. খাদিজা আকতার, সরকারি শিশু পরিবারের (বালক) তত্ত্বাবধায়ক মো. তৌফিকুল রহমান, সমাজসেবা শহর কার্যালয়ের কর্মকর্তা মো. সোহেল মাহমুদ, কম্পিউটার অপারেটর মো. সজীব রহমান, প্রশিক্ষক এস. এম. রাসেল প্রমুখ।

ঝিনাইদহে ক্রিড়া প্রশিক্ষণের

সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী

ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি ২০২৪-২৫ এর আওতায় জেলা ক্রীড়া অফিস ঝিনাইদহের আয়োজনে অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল, সাঁতার ও অ্যাথলেটিকস প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান ও সাঁতার প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল জেলা শহরের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে এ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। জেলা ক্রীড়া অফিসার মোঃ মিজানুর রহমান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায়। সেসময় অঙ্কুর নাট্য একাডেমির পরিচালক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াস, সাঁতার প্রশিক্ষণের কোচ তরিকুল ইসলামসহ অন্যান্য ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকালে সদর উপজেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন ও আলোচনা করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. কামরুন নাহার।

সভাপতির বক্তব্যে মো. খায়রুল ইসলাম বলেন, আমরা সবাই মিলে মেহেরপুরকে তামাকমুক্ত করতে চাই। তামাক এমন একটি পণ্য যাতে আসক্ত হলে মানব শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রোগাক্রান্ত হতে পারে। একটি তামাকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে এই প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অংশগ্রহণকারীরা আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভের পাশাপাশি বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগে ভূমিকা রাখবেন।

প্রশিক্ষণে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা, পুলিশ পরিদর্শক আমিনুল ইসলাম, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নাসিমা খাতুন, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, সমাজসেবা

কর্মকর্তা আনিছুর রহমান, জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মামুন, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার শামিম রেজা এবং আনসার ভিডিপি প্রশিক্ষক মুস্তাফিজুর রহমান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, বুড়িপোতা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবীর, শ্যামপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন, ছাত্র প্রতিনিধি তামিম ইসলাম, ক্যাব-এর সভাপতি রফিক-উল-আলম এবং সুবাহ সামাজিক সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মঈন-উল-আলম।

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আইনের কার্যকর প্রয়োগে সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে নানা দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

দামুড়হুদায় তামাক বিরোধী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য ও কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তামাক বিরোধী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (২৯শে জুন) সকাল ১১ টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে ধুমপান ও তামাকজাত পণ্য দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা তিথি মিত্র’র সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অনুষ্ঠান শুরু হলে, ধূমপান ও তামাকজাত পণ্য দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের উপর ডিজিটাল পর্দায় স্যালাইট শো প্রদর্শন করেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ফাহমিদা আক্তার রুনা। একই সময় তামাক বিরোধী আইন কানুন নিয়ে বক্তব্য রাখেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান।

এমসময় উপস্থিত ছিলেন, সমাজসেবা কর্মকর্তা তোফাজ্জল হক, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর, দর্শনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা, স্যানেটারী ইন্সপেক্টর নিয়ামত আলী, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, মহিলা বিষয় কর্মকর্তা হোসনে জাহান, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, নাটুদহ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শফি, বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ছাত্র প্রতিনিধি আজহারুল আলী, তারভীর অনিক প্রমূখ।

তুলা চাষের সংকট ও সম্ভাবনা

স্বাধীনতা পূর্ব এবং পরবর্তী সময়ে এ দেশের বৈদেশিক আয়ের অন্যতম খাত ছিল পাট। ক্রমান্বয়ে পাটের চাহদিা নানাবিধ কারণে কমতে থাকে। মোটামুটি ৮০’ দশক থেকে আমাদের দেশে পোষাক শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে দেশের পুরাতন সুতাকল গুলোর উৎপাদন নুতন করে বাড়তে থাকে, সেইসাথে তুলাচাষের ব্যপক সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু সমস্যা হল দেশের উৎপাদিত তুলা স্থানীয় তাঁত শিল্পের চহিদাই ঠিকমত পূরণে সক্ষম ছিল না তার উপরে মানও তেমন উন্নত না হওয়ায় দেশে তুলা উৎপাদনে ব্যপক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভ’ত হয়।

১৯৭২ সনে তুলা চাষের উন্নয়নের জন্য এদেশে “ কটন বোর্ড” গঠিত হয় যা ছিল মূলত পাকিস্থান কটন বোর্ডের নতুন সংস্করণ। এই বোর্ড দেশের তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চল সমুহের মধ্যে সঠিক পদ্ধতীতে তুলা চাষের জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। সেই সময় ঢকার গাজীপুর ছাড়াও রঙপুর,বান্দরবন প্রভিতি স্থানে কটন বোর্ডের স্যাটেলাইট কেন্দ্র গড়ে ওঠে। কিন্তু এইসব কেন্দ্রে মটিভেসনাল কাজ বেশি হলেও গবেষণা কাজ তেমন ছিল না।

৮০’ দশকে পোষাক শিল্পের ব্যাপক উন্নয়নের জন্য আমদের দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ৮০% এই খাত থেকে অর্জিত হতে থাকে। গড়ে ওঠে নুতন

নুতন আধুনিক স্পিনিং মিল বাড়তে থাকে কাচাঁতুলার চাহিদা। কিন্তু দেশে সে হারে তুলা উৎপাদিত না হওয়ায় প্রচুর পরিমান তুলা আমদানি করতে হয়। এবং বলতে গেলে আমরা এখনও আমদানি নির্ভর। বিশেষজ্ঞদের মতে সঠিক পরিচর্যা করলে দেশের চহিদার ৪০ থেকে ৫০ ভাগ তুলা দেশেই উৎপাদন করা সম্ভব। এবং এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৮০ সনে দেশে আধুনিক মানের “ তুলা উন্নয়ন গবেষণা ও বীজ উৎপাদন খামার” প্রতিষ্ঠিত হয়।

মূলত এই প্রতিষ্ঠান সমতলে তুলাচাষ,বীজ উন্নয়ন, কৃষকদেও প্রশিক্ষণ সহ উন্নত জাত উদ্ভাবনে ব্যাপক ভাবে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে থাকে। এবং দেশের বিভিন্নস্থান যেমন রংপুর, শ্রীপুর, দিনাজপুর, রাঙ্গামাটি প্রভৃতি অঞ্চলে গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে ব্যাপকভাবে কাজ করতে থাকে। গবেষণায় দেখা যায় দেশের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের পদ্মা অববাহিকা তুলাচাষের জন্য স¤ভাবনাময় এলাকা। এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে দেশের বৃহত্তর তুলা উন্নয়ন গবেষণা ও বীজ উৎপাদন কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় যশোরের চৌগাছাতে। প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮২ থেকে ২০২৪ সন পর্যন্ত এই কেন্দ্র ১টি হায়ব্রিড (ঈই-১) সহ ৬টা উন্নত জতের তুলাবীজ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। এ ছড়াও এই প্রতিষ্ঠান চিন থেকে একটি উন্নত জাত আমদানি করে কৃষক পর্যায়ে বাজার জাত করে থাকে।

বর্তমানে দেশে প্রায় ৫০০ স্পিনিং মিল আছে এবং এই সব মিলের চাহদা মেটানোর জন্য প্রতি বছর ভারত, পাকিস্থান, মিশর সহ বিভিন্ন দেশ থেকে সরকার তুলা আমদানি করে। তবে পরিতাপের বিষয় এ খাত যখন ক্রমাগত উন্নতির দিকে হাটছিল তখনি অসম বানিজ্যনীতির কারণে আমাদের এই সম্ভাবনাময় খাতটি হঠাৎ করেই ধ্বসে পড়ে। আমাদের পার্শবর্তি দেশ ভরতে সুতার মুল্য কম, এবং রঙ ও মান ভাল হওয়াই পোষাক শিল্প মালিক ও স্পিনিং মিল মালিকরা ব্যপক হারে কম শুল্কে স্থলপথে ভারত থেকে সুতা আমদানি করতে থাকে।

বাংলাদেশ হয়ে পড়ে কাচাঁ তুলা ও সুতার ভারতীয় বাজার। এতে আমাদের স্পিনিং শিলগুলো যেমন ক্রমেই বন্ধ হতে থাকে তেমনি অকার্যকর হতে থাকে সম্ভাবনাময় তুলা উন্নয়ন ও গবেষণা কাজ। ক্রমেই প্রতিষ্ঠানটির কার্যকলাপে নেমে আসে স্থবিরতা এবং পর্যাপ্ত বরাদ্ধের অভাবে চলতে থাকে জনবল ছাটায়। গবেষণা ও মটিভেশনাল কাজও এক সময় প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

সম্প্রতি ভারতের সাথে আমাদেওর দেশের বানিজ্যনীতির টান পোড়েনের

জন্য ভারত সরকার আমাদের দেশে তুলা, সুতা ও তুলাজাত পন্য স্থলপথে রফতানী সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। এতে সংকট আরো ঘনিভ’ত হতে থাকে। ভারত সরকারের এমন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে হঠাৎ করেই বর্তমান কারখানাগুলো বড় ধরণের বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। কিন্তু সরকারের সময়চিত হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি দ্রুতই সমাধান হয়।

এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সরকার নিকটবর্তী দেশ ছাড়াও আফ্রীকা, মার্কিনযুক্তরাষ্ঠ্র ও দক্ষিন আমেরিকার কয়েকটি দেশ থেকে জরুরী তুলা আমদানীর অনুমতি দেন। সাথে সাথে সরকার অনুধাবন করেন যে, দেশের পোষাক শিল্প ও আনুসঙ্গিক তুলাজাতদ্রব্য উৎপাদন টিকিয়ে রাখার জন্য দেশে ব্যাপক তুলাচাষ ও উৎপাদন বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে সামনে রেখে সরকার সমতলের তুলাচাষের ব্যাপক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে যশোরের ”তুলা উন্নয়ন গবেষণা ও বীজ উৎপাদন খামারের” প্রতি নুতন কেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। এবং এর উন্নয়নের জন্য যথাপুযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের উদে¦◌্যগ নেন, সংশ্লিষ্ঠ বিষেষজ্ঞরা ভারতের এই সিদ্ধান্তকে দেশের তুলাচাষের জন্য মঙ্গল বলেই মনে করছেন।

তবে এক্ষেত্রেও সরকার পরিচালিত অন্যান্য খামারের মত কিছু সমস্যার কথা উঠে আসে। সর্বত্র সক্ষমতার অভাব ও প্রকট জনবল সংকট ও সম্বয়হীনতা। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম লোকবল দিয়ে এখানে কাজ করা হয়, ফলে সঠিক গবেষণা ,মাঠপর্যায়ে কাজ করা কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও মটিভেষনাল কাজগুলো যথাযথভাবে করা সম্ভব হয় না। মাঠপর্যায়ে এখানকার উৎপাদিত বীজ কৃষদেও মাঝে বন্ঠন এবং ফলাফর সংরক্ষনের জন্য যে ধরণের শিক্ষীত কর্মী প্রয়োজন তেমনটা না থাকায় সব সময় সঠিক রেজাল্টও পাওয়া যায় না। তার পরেও এখানকার উৎপাদিত জাাত গুলোর চাহিদা অনেক বেশি বলে জানা যায়। হাই ব্রীড অপেক্ষা উন্নত জাত গুলোর চহিদা কৃষক পর্যায়ে বেশি। একইভাবে হাইব্রীড তুলা চাষের বাড়তি পরিচর্যা ও অতিরিক্তি খরচ ও কিছুটা ঝুকির বিষয়ও মাঠপর্যায় থেকে জানা যায়।

তুলাচাষের সম্ভাবনার মাঝেও বেশ কিছু সমস্যা চাষিদের কাছ থেকে উঠে আসে। চাষিদেও বক্তব্য থেকে জানা যায়, তুলার বলওয়র্ম একটা মারাত্তক বালায়, তাছাড়া পরিচর্য়ার অভাব, জিনিং অসুবিধা সহ বাজারজাত করণের অভাব ও সঠিক মুল্য না পাওয়াতে চাষিরা তুলাচাষে অনেক সময় আগ্রহ দেখান না। অথবা তুলা চাষে লাভবান হন না। তবে আশার কথা বিশেষজ্ঞগন এই সমস্যা সমাধানের জন্য যশোর কেন্দ্র থেকে তুলার সাথে সাথী ফসল চাষের বিশেষ পদ্ধতি আবিস্কার করেছেনে।

ইতোমধ্যে এই পদ্ধতি কুষ্টিয়া সহ দেশের অন্যান্য এলাকাতেও বেশ আগ্রহের সৃস্টি হয়েছে।

বর্তমানে তুলা চাষে আবার গতি ফিরেছে। দেশে প্রায় ১০ জেলার ৬০০ হেক্টও জমিতে তুলা চাষ হয়েছে। এবং র্বমান সরকার তুলা চাষের উপরে কৃষকদের আগ্রহ সৃস্টির জন্য যশোর কেন্দ্◌্কে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। তুলা রবি ফসল এটা তামাক মৌসুমে ফলে থাকে। দরকার হলে তামাক চাষ সীমিত করে হলেও কৃষকদের তুলা চাষে উদ্বুদ্ধ করা দরকার বলে অনেকেই মনে করেন।

তুলাচষে ব্যপকতা সৃস্টি ও অধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যশোর কেন্দ্রের এই উজ্জীবনকে আমরা সাধুবাদ জানাই। সেই সাথে মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার বেশকিছু সরকারী কৃষি খামারকেও এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ঠ করার বিষয়ে ভেবে দেখার অনুরোধ এলকাবাসির। ইতোপূর্বে মেহেরপুরের মাটি ও জলবায়ু তুলাচাষের জন্য যথেষ্ঠ উপযোগী বলে কৃষি আধিদপ্তর থেকে জানানো হয়েছিল এবং ’৯০ দশকে বেশ কাজও হয়েছিল।

মেহেরপুরের যে ৩/৪ টা কৃষি খামার আছে সেগুলোতে বর্তমান বাজার চাহিদা ও জাতীয় অর্থনীতিতে পোষাক শিল্পের অগ্রগতির কথা মাথায় রেখে মাঠ-ফসলের পাশাপাশি তুলা চাষের দিকে যথেষ্ঠ গুরুত্ব দেয়া দরকার বলে এলাকাবাসি মনে করে। বিপুল সম্ভাবনাময় এই খাতকে কোন ক্রমেই উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।

প্রয়োজনে দক্ষজনবল, প্রশিক্ষণ ও যান্ত্রিক কাঠোমো উন্নয়নের মাধ্যমে তুলাচাষে আগ্রহী চাষিদেও আগ্রহী ও দক্ষ করে তুলতে পারলে একদিকে যেমন ক্ষতিকর তামাক চাষ কমে আসবে তেমনি দেশ আমদানি কৃত ৮০ লক্ষবেল তুলার বিপরিতে ৪০ থেকে ৬০ লক্ষ বেল তুলা দেশেই উৎপাদন করতে সক্ষম হবে; এবং দেশের প্রায় ৩৯ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

এক্ই সাথে পুঃনজাগরিত হবে স্পিনিং মিল, সুতা ও কাপড়কল। তুলাবীজ থেকে উৎপাদিত হবে উন্নত মানের ভেজ্যতেল ও পুষ্ঠিগুন সম্পন্ন খৈল যা উন্নত পশুখাদ্যের জন্য আমরা আমদানী করে থাকি। জাতীয়সার্থেই আমাদের এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে এমনটাই আশাবাদ সকলের।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও পরিবেশবিদ

মেহেরপুরে পাট চাষীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলায় “উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প” পাট অধিদপ্তরের অধীনে নির্বাচিত পাট চাষীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল মঙ্গলবার ১২ টার সময় উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্পের” আওতায় উপজেলা পরিষদ হলরুমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপ পরিচালক শামসুল আলম, উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান, বিএডিসি’র উপ-পরিচালক হাফিজুল ইসলাম, পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা হারুনুর রশিদ।

প্রশিক্ষণের পাঠ কর্তন এবং পাট পতনে প্রচলিত পদ্ধতির উন্নত প্রয়োগ, উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে রবি-১ পাট চাষ পদ্ধতি, বীজ সংগ্রহ, জমি নির্বাচন ও জমি তৈরি, বীজ বপন, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ ও আন্তঃপরিচর্যাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।